দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JAN 2004

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

# যত্রতত্র কোচিং সেন্টার ও স্কুল গড়ে ওঠার সুযোগ বন্ধ হচ্ছে

নুল হক চৌধুরী

ামীতে যত্রতত্র কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল স্কুল গড়ে ওঠার সুযোগ থাকছে না। সিটি পোরেশনের রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোচিং বা টিউটোরিয়াল টিটিউট চালু করা যাবে না। স্থানীয় সরকার গতিশীল ও শক্তিশালীকরণে বিশেষজ্ঞ কমিটির াবিত অধ্যাদেশে এমন সুপারিশের সঙ্গে একমত জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রস্তাবিত াদেশ জারি হলে বিদ্যমান সব কোচিং সেন্টার ও টিউটোরিয়াল স্কুলকে সিটি

করপোরেশনের নিবন্ধন নিতে হবে। একই সঙ্গে নাগরিক সেবায় স্বচ্ছতা বিধান নিশ্চিত করতে 'নাগরিক সনদ' নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে 'নাগরিক সনদ' প্রকাশের সুপারিশও রয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে, টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধনকরণ– এ অধ্যাদেশ কার্যকর হবার তারিখে বা তারপর করপোরেশন এলাকায় করপোরেশনের রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বেসরকারীভাবে বা ব্যক্তিগত পরিচালনায় কোন টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাবে না। রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে করপোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট ফি জমা

## যত্রতত্র কোচিং সেন্টার ও স্কুল

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ইন্সপেকশন তদন্ত করের সন্তোষজনক বিবেচিত হলে করপোরেশন সভার অনুমোদনক্রমে স্কুল বা কোচিং সেন্টার নিবন্ধন করা যাবে। একই সঙ্গে করপোরেশন টিউটোরিয়াল স্কুল ও কোচিং সেন্টারের মাসিক ফি নির্ধারণ করে দেবে।

অধ্যাদেশ জারি হবার সময় যেসব টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু থাকবে সেসব প্রতিষ্ঠান, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের আবেদন সাপেক্ষ, নিবন্ধিত বলে গণ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে কোন সরকারী সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এ ধরনের টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করার আবেদন করলে তা নিবন্ধন করা যাবে না।

স্থানীয় প্রতিনিধিদের জাতীয় সম্মেলনে রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আকবর আলী খান বিষয়ে বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানের তদারকির সুযোগ স্থানীয় সরকারের থাকলে কার্যক্রম স্বচ্ছ, গতিশীল ও শক্তিশালী হবে। সেই সঙ্গে সরকারী অনেক প্রতিষ্ঠানের ভারও স্থানীয় সরকারকে দেয়া যায়। সার্বিক সুপারিশমালায় অনেক প্রস্তাবনার বিষয়ে পুনর্বিবেচনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ স্থানীয় সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন উজ্জীবিত ও গতিশীল করতে 'স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন' গঠনের প্রস্তাবনা করেন। যা আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতও করবে।

বর্তমানে দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য প্রাইভেট স্কুল, কোচিং সেন্টার ও হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। কোচিং সেন্টার ও হাসপাতালের জন্য ট্রেড লাইসেন্স নেয়ার বিধান রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারী স্কুল স্থাপনের পর শুধু পাঠদানের অনুমতি নিতে হয়। বড় বড় প্রাইভেট হাসপাতাল ও কোচিং সেন্টার কর প্রদান করলেও অনেক প্রতিষ্ঠান কর প্রদান দূরে থাকুক অনুমতি পর্যন্ত নেয় না। স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে প্রস্তাবিত সুপারিশ বাস্তবায়নে জোর দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জানান, অতীতেও অনেক ভালো ভালো প্রস্তাবনা এসেছে। এখন সময়-প্রবর্তিত অধ্যাদেশ জারি করা।

প্রাইভেট হাসপাতাল ও প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট নিবন্ধনে শক্তিশালীকরণ কমিটির কঠোর বিধি প্রস্তাব করেছে। নিবন্ধন ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করলে সিটি কর্পোরেশন তাদের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করবে। জরিমানা ধার্যের পরও প্রাইভেট হাসপাতাল, টিউটোরিয়াল স্কুল কিংবা কোচিং সেন্টার চালানো অব্যাহত রাখলে প্রতিদিনের জন্য পাঁচশ টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা নিতে হবে এবং তাদের নিবন্ধন বাতিল করা হবে। নিবন্ধন বাতিলের পর একবারমাত্র পুনঃনিবন্ধনের সুযোগ থাকবে।

এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ কমিটির অন্যতম সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, অধিকাংশ প্রাইভেট স্কুল, হাসপাতাল ও কোচিং সেন্টারের ওপর স্থানীয় সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সিটি ছাড়িয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের আধিক্য থাকলেও বর্তমানে মফস্বল শহর এমনকি গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে এসব খাতে যেমন শৃংখলা আসবে তেমনি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় বাড়বে।

এদিকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সিটি করপোরেশন কর্তৃক 'নাগরিক সনদ' প্রকাশের বিষয়েও নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ রয়েছে। নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করবে। বছর অন্তর এ নাগরিক সনদ হালনাগাদ করতে হবে। আদর্শ নাগরিক সেবায় স্বচ্ছ নিশ্চিত করতে প্রতিটি সেবার নির্ভুল ও স্বচ্ছ বিবরণ, সেবা প্রদানের মূল্য, সেবা গ্রহণ ও দাবি করা সংক্রান্ত যোগ্যতা, সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা, সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা, সেবা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ও সনদের উল্লিখিত অঙ্গীকার লঙ্ঘনের শাস্তি সংক্রান্ত বিষয় বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত রাখার সুপারিশ রয়েছে।

### স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করণে

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ কমিটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকার ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তনের লক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে। স্থানীয় সরকারের-বিন্যাস ও জনবল কাঠামো, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও পরিষদ গঠন, নির্বাচনের ব্যয়সীমা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণ, আয় ও আয়ের উৎস, হিসাব ও নিরীক্ষা এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে একটি ম্যানুয়েল প্রণয়নের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কমিটি কর আরোপ ও কর আদায়সহ আয়ের উৎস বৃদ্ধির বিষয়েও সুপারিশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি) এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ কমিটি সার্বিক সুপারিশ বাস্তবায়নে 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ' আকারে জারি করবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়।